provided by: Jarin Barbhuiya

Date 8/10/20

Saathi

বিজয়গুপ্তের কাব্য প্রতিভা

প্রশ্ন— বিজয়গুপ্তের কাব্য কবি প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর?

Ans: শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বিজয় গুপ্তের বিশিষ্ট স্থান নিশ্চিত হয়েছে, লেখকের প্রকৃত পরিচয় তার প্রকাশ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তিনি যত বড় প্রতিভা সম্পন্ন হবেন তার রচনা কতটা জীবন্ত পিলনী, বিজয়গুপ্ত এর সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন।

কবির আবির্ভাব কাল— হুসেন শাহের আমলে, আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের শেষে বিজয়গুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেছিল। কবির আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে। কবির পিতার নাম ছিল সনাতন এবং মায়ের নাম রুক্মিণী।

কাব্য পরিচয় ও রচনাকাল— বিজয়গুপ্তের একমাত্র কাব্য 'মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ' কাব্যের শিব, চণ্ডী, মনসা ইত্যাদি চরিত্রগুলি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির দ্বারা প্রভাবিত, কাজেই চরিত্র মহিমা অপেক্ষা চরিত্রগুলির মানবিক বৈশিষ্ট্য ও ফুটে উঠেছে।

তিনি যে মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ রচনা করেছিলেন, তার আলাদা আলাদা পুঁথি ও বরিশাল জেলা থেকে সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ অনুসারে বলেছেন, ১৪৯৬ শকাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। তিনি রচনাকাল প্রসঙ্গে যে কয়েকটি পুঁথি পেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি শ্লোক হচ্ছে—

"শ্রুতিনন্দী বিধুসংখ্যা শক পরিমিত ॥
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক ॥
প্রজাপালে সদা তেঁহ দানে কর্ণ হরি ॥
বিজয় গুপ্তের গাহে পদ্মাবতীর বরি ॥"

১৪৯৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৪ খ্রিঃ মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ রচিত হয়। আর বিশেষজ্ঞদের মতে রামকেলি ও মনে করেন ১৪৯৪ খ্রিঃ পদ্মপুরাণ রচিত হয়েছিল।

কবির রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা— কাহিনি বিন্যাসে বিজয়গুপ্ত সীমিত শিল্পকৌশলের পরিচয় রেখেছেন, মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো করুণ রসের ব্যবহার, এবং বিজয়গুপ্ত তাঁর সকল কাব্যে এই করুণরসকে সীমিত আকারে দান করেছেন, যেমন সতী লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর পর সাজ সোনকার বেদনাময় অবস্থার বর্ণনা করি বলেন—

Date 8. 1. 24

"দুই হস্ত ধরি রানী লক্ষ্মীরে নিল কোলে।
চুম্বন করিল রানী পদ্মা পদ্মফুলে॥"

এছাড়া কবির কাব্যে আলঙ্কারিক শব্দের ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখা যায়না, তিনি আমার বা আমারী উল্লেখ করে আধুনিক সরস শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন,

"প্রিতের আর সম্মান থাকে আমার পীরে বাড়ী,
আর বলে আমার কত সহিত পারি।"

এখানে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব তাঁর কাব্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, তাঁর মনসা মঙ্গলকাব্যের প্রথম অংশে মনসা দেবীর উৎপত্তির যে বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাতে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা :— বিজয়গুপ্তের চাঁদ সদাগর বলিষ্ঠ পৌরুষের এক উজ্জ্বল চরিত্র, চাঁদসদাগরের চরিত্রে কিছু কিছু মহৎগুণের অভাবের ফলেও স্বৈরাচারের ব্যাপারে কবি বিজয়গুপ্ত চাঁদকেও নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিরূপে এঁকেছেন, মনসা চরিত্রের একটি গুণ ছাড়া অন্য কোথাও মানবিক গুণের বিকাশ ঘটেনি, অন্যদিকে যখন মনসাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন তখন করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন:

"জনক জননি তোমি দুঃখে গেল কাল।
যে ভাল পীরি আছে সেই ভাল॥"

পরিশেষে বলা যায়, মনসামঙ্গল কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাবৈভব প্রবাহ অনুভব করতে না পারা গেলেও কাব্যের কাহিনি বিন্যাস এবং চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্ত যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, ভাষা ছন্দে, অলংকার প্রয়োগে, ছন্দ নির্মাণে তিনি তাঁর পরিণত পরিচয় দিয়েছেন। তাই বলা যায়, মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে নারায়ণ দেবের পরেই বিজয় গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

Leanfo